দামুড়হুদায় যুবদলের ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আনন্দ মিছিল

দামুড়হুদায় যুবদলের ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বিশাল এক আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রোববার সকাল ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ের সম্মুখ থেকে বিশাল এক আনন্দ মিছিল বার হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের আয়োজনে মিছিলটি দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে মোটরসাইকেল শোডাউন দিয়ে জেলার অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন ও যুগ্ম আহবায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফের নেতৃত্বে মিছিলটি অনুষ্ঠিত হয়।

মিছিলে অংশ নেন উপজেলা যুবদলনেতা সেলিম, মাহাফুজুর রহমান জনি, লাভলু, আমিনুল ইসলাম রশিদ, ইমতিয়াজ হোসেন, শওকত আলী, ইজাজুল, আরিফ, উপজেলা ছাত্র দলের আহ্বায়ক আফজালুল রহমান সবুজ, সহ শত শত নেতাকর্মীবৃন্দ প্রমুখ।

মেহেরপুরে নানা আয়োজনে যুবদলের ৪৬ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত

মেহেরপুরে নানা আয়োজনে জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৬ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল এবং দুস্থ ও পথচারীদের মাঝে খাবার বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

জেলা যুবদলের আইন বিষয়ক
সম্পাদক এ্যাড. এহান উদ্দিন
মনার খাবার বিতরণ

আজ রবিবার (২৭ অক্টোবর) দুপুর ৩ টার দিকে জেলা যুবদলের নেতৃবৃন্দের আয়োজনে এবং জেলা যুবদলের আইন বিষয়ক সম্পাদক এ্যাড. এহান উদ্দিন মনা ও সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্সের তত্বাবধানে মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়া দবিরের মোড়ে এ আলোচনা সভা ও খাবার বিতরণ করা হয়।

জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি ও যুবদল নেতা ফিরোজুর রহমান ফিরোজের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় যুবদল নেতা রাকিবুল ইসলাম সজল, রেমিন শেখ, বখতিয়ার হোসেন, কাবরান শেখ, জেলা যুবদলের সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক আসাদুজ্জামান জনিসহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনার পরে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা ও ৫ আগস্টের শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভা শেষে প্রায় সাড়ে ৭শ দুস্থ ও পথচারীদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।

দামুড়হুদায় যুবদলের আয়োজনে

কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা মাদ্রাসা ও বেগো পাড়ার যুবদলের আয়োজনে কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার (১৮ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৭ টার দিকে মাদ্রাসা পড়ার ৪ নং ওয়ার্ডের অস্থায়ী বিএনপি কার্যালয়ে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

৪ নং ওয়ার্ড বিএন পির সভাপতি আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা থানা বি এনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু।

এ সময় তিনি বলেন, আওয়ামীলীগের যারা গা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছেন আপনারা মনে রাখবেন আপনাদের অপরাধের সাজা নিতে হবে।আইনী ভাবে আপনাদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।

কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন থানা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাসেম, সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহিম, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আনসার আলি, উপজেলা যুবদলের যুগ্ন আহবায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ উপজেলা ছাত্র দলের আহবায়ক আফজালুর রহমান সবুজ, যুবদল নেতা তারিকুল ইসলাম লিটন।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মাদ্রাসা ও বেগো পাড়ার যুবদলের নেতা বাকী বিল্লাহ, সাইদুর রহমান, মিন্টু, বাসার, নয়ন, সাদেক শাহ, জামাল, আবু বক্কর, শাহ আলম, ডাবলু। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ৪নং ওয়ার্ড যুবদলের নেতা ওমর ফারুক।

মুজিবনগরে যুবদল ও ছাত্রদলের লিফলেট বিতরণ

“দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও” এখনই সময়, জেগে ওঠো তরুণ, হাতে হাত রাখো, তোমার তারুণ্যদীপ্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হোক, গণতন্ত্র মুক্তির

শ্লোগান এই স্লোগানকে সামনে রেখে দেশ বাঁচাতে ১৭ জুলাই খুলনা মহানগরীতে তারুণ্যের সমাবেশ সফল করতে লিফলেট বিতরণ করেছেন মুজিবনগর উপজেলা জাতীয়তাবাদী যুবদল।

শনিবার বিকেলে দারিয়াপুর বাজারে উপজেলা জাতীয়তাবাদী যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসান এবং সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলামের নেতৃত্বে এই লিফলেট বিতরণ করা হয়। এ সময় জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মেহদী হাসান রোকনসহ উপজেলা যে যুবদলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে দুপুর ১ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেদারগঞ্জ বাজারে খুলনা মহানগরীতে তারুণ্যের সমাবেশ সফল করতে লিফলেট বিতরণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক মিনহাজ আহমেদ প্রিন্স, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নাজমুল হোসেন, সেক্রেটারি আলমগীর হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক আকিব জাভেদ সেনজির, সদস্য সচিব আফিরুল ইসলাম সহ ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।

কেন্দ্রীয় নেতার মুক্তির দাবীতে মেহেরপুর জেলা যুবদলের বিক্ষোভ মিছিল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক আবদুল মোনায়েম মুন্নার সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে মেহেরপুর জেলা যুবদলের বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকেল ৪ টার দিকে শহরের বড় বাজার এলাকায় জেলা

বিএনপি’র অপর অংশের কার্যালয় থেকে শুরু করে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিক্ষোভ মিছিলটি একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

জেলা যুবদলের সহ সাধারণ সম্পাদক শেখ হুজাইফা ডিক্লেয়ারের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলে বিএনপি নেতা অ্যাড. মোকলেছুর রহমান স্বপন, সাবেক ছাত্রনেতা ইকবাল হোসেন, যুবদল নেতা আশাদুল ইসলাম, হাসানুর রহমান বিট্টু, মনিরুল ইসলাম মনি, সাবেক ছাত্রনেতা হাসানুজ্জামান বিপলু, যুবদল নেতা আশাদুল ইসলাম, শফিকুল ইসলাম, ফারদুল, ফুর্তি, মিছেল, সোহাগ,সালমান, মুজিবনগর উপজেলা যুবদল নেতা সিরাজুল ইসলাম, ইদ্রিস সহ অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক হলেন মেহেরপুরের প্রিন্স ইমরান

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় সহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুরের প্রিন্স ইমরান হোসেন।

গতকাল বুধবার বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের নির্দেশে মহাসচিব মীর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ২৫১ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটির অনুমোদন দেন।

প্রিন্স ইমরান মেহেরপুর পৌর কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক অধ্যায়নরত অবস্থায় ২০০৬ সালে ছাত্র রাজনীতি শুরু করেন। পরে ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রদলের রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন ২০১০ সালে। ২০১৫ সালে ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদকহিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তি ২০১৯ থেকে যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতে কাজ

শুরু করেন।

নর্দান ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া শেষ করে তিনি ব্যবসা করছেন। তিনি বিএনপির আইটি সেলের সদ্স্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

কোটচাঁদপুর যুবদলের বিক্ষোভ সমাবেশ

দেশব্যাপি যুব দল নেতা হত্যার প্রতিবাদ, অমানবিক নির্যাতন, তেল, গ্যাস, সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি ও দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং অবৈদ্য সরকার পতনের দাবীতে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা ও পৌর যুবদলের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন।

শনিবার বিকালে কোটচাঁদপুরে দলটি বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে করেন। দলটি মেইন বাসস্ট্যান্ডে উপজেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়।পরে মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পায়রা চত্বরে সমাবেশে স্হলে এসে মিলিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন পৌর যুব দলের আবহায়ক মোঃ ফয়েজ আহমেদ তুফান। উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আশরাফুজ্জামান খান মুকুলের সঞ্চালনায় বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মোঃ আব্দুর রাজ্জাক,বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী, পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন-উর-রশিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা টিপু,দপ্তার সম্পাদক মোঃ শহিদুল ইসলাম, বলুহর ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ আশরাফ আলী, সাধারন সম্পাদক মোঃ মফিজুর রহমান, যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক হুমায়ুন কবির মিলন, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহফুজ আলম মামুন, যুবদল নেতা অমেদুল ইসলাম, সাবেক ইউপি সদস্য মুহিদুল ইসলাম, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রিপন শেখ, যুগ্ম আহ্বায়ক বেনজামিন,যুগ্ম আহ্বায়ক টুটুল, উপজেলা ছাত্র দলের সদস্য সচিব হুমায়ূন কবির হিরা, সেচ্ছাসেবক দল নেতা ডিপলু, জনি সহ

বিএনপি’র সকল অঙ্গ সংগঠন নেতাকর্মী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সে সময় সরকার বিরোধী বিভিন্ন স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত করে তোলেন বিক্ষোভ সমাবেশ স্থল।

দর্শনায় থানা যুবদলের পরিচিতি সভা

দর্শনা থানা যুবদলের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বিকাল সাড়ে চারটার দিকে দর্শনা পৌর এলাকার দক্ষিন চাঁদপুর শাপলা পার্কে জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে এ পরিচিতি সভা ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা থানা যুবদলের আহবায়ক জালাল উদ্দিন লিটনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য খাজা আবুল হাসনাত। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত থেকে জেলা যুবদলের সাধারন সম্পাদক সাইফুর রসীদ ঝন্টু বলেন, সময় এসেছে গনতন্ত্র পুনঃউদ্ধারে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ডাকে সকল আন্দোলনে বিএনপির অঙ্গসংগঠনের তৃনমূল পর্যায়ের সকল নেতাকর্মীদের শতভাগ উপস্থিতি থেকে হাতে হাত রেখে কাজ করতে হবে।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য হাবিবুর রহমান বুলেট, জেলা শ্রমিকদলের শফিকুল ইসলাম সাবু, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক নাহারুল ইসলাম মাস্টারসাবেক চেয়ারম্যান আহাম্মেদ হোসেন, সাবেক চেয়ারম্যান আকতার হোসেন, বিএনপি নেতা নাসির উদ্দিন খেদু, শরিফ উদ্দিন, রেজাউল ইসলাম,লুতফর রহমান,খাইরুল আলম,আসলাম উদ্দিন, থানা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক দর্শনা পৌর যুবদলের আহবায়ক ফারুক হোসেন,সদস্য সচিব জালাল উদ্দীন, সেচ্ছাসেবকদলের মজনু শাহ, ছাত্রদলের পলাশ,মুফা,সুজন,রাজ,ছাইদুর, ডাবলু, আঃ হাই,জাকির হোসেন, মামুন, শাহারুল প্রমূখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন থানা যুবদলের সদস্য সচিব সাজেদুর রহমান মিলন।

গাংনীতে বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে যাওয়ায় যুবদল নেতার উপর হামলা

বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর মিছিলে আসায় সাজেদুল ইসলাম (৩৬) নামের ওয়ার্ড যুবদলের সাংগাঠনিক সম্পাদককে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে আহত করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
শনিবার (৩ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ৮ টার দিকে গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের ঘাটপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আহত সাজেদুর রহমান বেতবাড়িয়া গ্রামের ঘাটপাড়া এলাকার আব্দুস সালামের ছেলে।
আহত সাজেদুরকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছেন।
বেতবাড়িয়া গ্রামের স্থানীয় আওয়ামীলীগ কর্মী মিলন হোসেন ও কোবরুল ইসলাম তাকে মিরপিট করেছে বলে জানান তিনি।
সাজেদুর বলেন, ১ তারিখে বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সমাবেশে বিপুল পরিমান কর্মী সমর্থক নিয়ে এসেছিলাম। তারপর থেকে আমাকে মারার ঘোষণা দেই তারা। শনিবার সন্ধ্যার পর বাজার থেকে বাড়িতে ফেরার সময় তার আমার উপর অতর্কিত হামলা চালায়। আমাকে স্থানীয়রা তার হাত থেকে রক্ষা করে হাসপাতালে পাঠান।
এঘটনায় মামলা দায়ের করার প্রস্ততি নিচ্ছেন বলে জানান আহত সাজেদুল।
তবে, অভিযুক্তদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাদের পাওয়া যায়নি।

গাংনীতে বিএনপি – ছাত্রলীগ হামলা পাল্টা হামলায় শহর

রণক্ষেত্র

গাংনী উপজেলা বিএনপি ও ছাত্রলীগের মধ্যে হামলা পাল্টা হামলার ঘটনায় উপজেলা শহর এখন রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।
বিএনপির অফিসে ব্যাপক ভাংচুর। পুলিশ মোতায়েন।

বেলা ১২ টার দিকে উপজেলা ও পৌর বিএনপি অফিসে বিএনপির কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে বৈঠক চলছিল। এসময় ছাত্রলীগের একটি মিছিল গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজ থেকে শুরু হয়ে এসে বিএনপি অফিসে হামলা চালায়।

এসময় বিএনপি অফিস থেকে এ হামলার প্রতিরোধ গড়ে তুলতে দেশীয় তৈরী অস্ত্র ও লাঠি শোঠা নিয়ে ছাত্রলীগের উপর প্রতিরোধ করে। এসময় ছাত্রলীগের নেতা কর্র্মীরা দিকবিদিক ছুটে পালিয়ে যায়।

এসময় গাংনী থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের একটি বিরাট ইউনিট উপজেলা শহরে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেন। পরে ছাত্রলীগগের নেতা কর্মীরা আবারো জড় হয়ে এসে বিএনপি অফিসে ব্যাপক হামলা চালায়। বিএনপির অফিসের সাইনবোর্ড ছিড়ে ফেলে। পরে বিরাট বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। বর্তমানে গাংনী উপজেলা শহর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

বিস্তারিত আসছে—-